52

দৈনিক সংবাদ

তারিখ 22 NOV 1990
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ফল প্রকাশে জটিলতা

ভাগ্য বিড়ম্বিত শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানের আহ্বান

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

পরীক্ষার ফল প্রকাশে জটিলতার কারণে যে সকল ছাত্রছাত্রী ভোগান্তির শিকার হয়েছে। 'সচেতন শিক্ষক ও অভিভাবক ফোরাম' তাদের খাতা পুনঃনিরীক্ষণ ও ভাগ্যবিড়ম্বিত' এসব ছাত্রছাত্রীর সমস্যা সমাধানের দাবি জানিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তারা কর্তৃপক্ষের কাছে এ দাবি জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি'র টিচার্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এ সাংবাদিক সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন- অধ্যাপিকা এএন রাশেদা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ শাহাদাত আলী, ডঃ নিরঞ্জন অধিকারী। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের মধ্য থেকে সমস্যাসমূহ তুলে ধরেন অধ্যক্ষ সৈয়দা শামসে আরা হোসেন, অধ্যাপক মাহফুজা খানম, অধ্যাপক ডঃ ফজলুল হক খন্দকার, শ্যামলী নাসরীন চৌধুরী প্রমুখ।

'শিক্ষক ও অভিবাবক ফোরাম' নেতৃবৃন্দ পরীক্ষার ফল প্রকাশে অনিয়ম ও জটিলতার জন্য পরীক্ষকদেরকেই দায়ী করেন। তাদের অভিযোগ পরীক্ষকরা খাতা দেখার সময় মনোযোগ দেন না এবং খাতার সঠিক মূল্যায়ন করেন না। এছাড়া শিক্ষা বোর্ডের প্রতিও অভিযোগ করে বলেন, শিক্ষা বোর্ডও এ ব্যাপারে কোন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয় না। বরং তাদের কাছে অভিযোগ করেও কোন সুফল পাওয়া যায় না। কারণ শিক্ষা বোর্ড চরম স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে।

অভিভাবক ও শিক্ষক ফোরাম অপর এক দাবিতে বলেন, কোন ছাত্রছাত্রী ১০ বিষয়ের মধ্যে ৬ বিষয়ে পাস করলে এবং ৪ বিষয়ে ফেল করলে যেন ঐ ছাত্রছাত্রীকে পুনরায় ১০ বিষয়ে পরীক্ষা দিতে না হয়। তাদের দাবি কেবলমাত্র যে বিষয়সমূহে ফেল করবে সে বিষয়সমূহেই পরীক্ষা নিতে হবে। এক্ষেত্রে পুনরায় সব বিষয়ে পরীক্ষা নেয়া একপ্রকার ঝামেলা এবং শিক্ষার্থীর জন্য বিড়ম্বনা।

শিক্ষক ও অভিভাবক ফোরাম নেতৃবৃন্দ উন্নত দেশের মত বাংলাদেশের শিক্ষা-ব্যবস্থাকেও উন্নত করার জন্য স্কুল সার্টিফিকেট দেয়ার দায়িত্ব স্কুলের হাতে ছেড়ে দেয়া এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়েও এ ধরনের চিন্তা করার দাবি জানান। তারা বলেন মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন পাস বা ফেল থাকবে না। এবং ১ম থেকে ২০তম স্থান গণনারও প্রয়োজন হবে না। তারা গ্রেড সিস্টেমের কথা উল্লেখ করে বলেন, স্কুলের শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদেরকে তাদের ফলাফল অনুযায়ী গ্রেড প্রদান করবে এবং গ্রেডের ভিত্তিতে তারা উচ্চতর শিক্ষার জন্য প্রস্তুতি নেবে। এ পদ্ধতির সুফল সম্পর্কে শিক্ষক-গণ বলেন, এর ফলে পরীক্ষার ফল প্রকাশে ছাত্রছাত্রীদের কোনরকম ঝামেলা পোহাতে হবে না, অপরপক্ষে শিক্ষা বোর্ডকেও প্রতিবছর ৪/৫ লাখ ছাত্রছাত্রীর পরীক্ষার ঝামেলা পোহাতে হবে না।